গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার
ও
নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

LGED

Rural Infrastructure Improvement Project
RIIP/RDP-25

COOPERATION
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

gtz

Institutional Support & Training (IST)
RIIP/RDP-25

গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার ও নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশিকা

সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

গ্রন্থস্বত্ব : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

প্রকাশনায় : সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সহায়তায় : ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট অ্যান্ড ট্রেনিং কম্পোনেন্ট
গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিপি-২৫)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

প্রথম প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৭ ইং

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মূলতঃ গ্রামীণ এলাকায় সড়কসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। উন্নয়নের ফলে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি যানবাহনের গতি বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রভাবের কারণেও সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্ঘটনা হ্রাস এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৫ইং তারিখে 'রোড সেইফটি ইউনিট' নামে একটি নতুন ইউনিট এলজিইডি স্থাপন করেছে। এলজিইডির এক্তিয়ারভূক্ত বিভিন্ন সড়কের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক দায়িত্ব ও কর্তব্য সংবলিত একটি নির্দেশিকা ইতিপূর্বে এলজিইডি/পিডি/আরটিআইপি/আর-১৩/৩০৩/৪৮৮৫নং স্মারকে ০৭/০২/০৫ইং তারিখে জারি করা হয়েছে।

সড়ককে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে যানবাহন চালক, যাত্রী, পথচারী, জনসাধারণ তথা সকল সড়ক ব্যবহারকারীদের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। একদিকে যেমন যানবাহন চালকগণের অসতর্ক গাড়ি চালানোর ফলে দুর্ঘটনা ঘটে তেমনি কিছু সংখ্যক লোকের সড়ক অপব্যবহারেও সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হিসাবেও চিহ্নিত হয়েছে। সড়কের ঢালে মাটি কাটা, সড়কের শোল্ডারে দোকান বসানো, সড়ক ঘেঁষে দেয়াল তোলা, সড়কের উপর কাঠের গুঁড়ি রাখা, ফসল চাষের জন্য বেড়া দেয়া, পাকা সড়কের ক্ষতিসাধন করা, সড়কের বাঁকে গাছ লাগানো এবং সড়কের গাছ কেটে নেয়াসহ নানাবিধ বিরুদ্ধ ব্যবহার এগুলির অন্যতম।

নিরাপদ সড়কের জন্য জনসাধারণের অংশীদারিত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। এ লক্ষ্যে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় এলজিইডি বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কোর্স, পুস্তিকা ও লিফলেট প্রচারসহ স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, স্থানীয় এনজিও, নাগরিক কমিটি ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে এলজিইডি সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

স্থানীয় জনগণের মধ্যে সড়ক ব্যবহারের সঠিক নিয়মাবলী প্রচারসহ জন সচেতনতা বৃদ্ধি ও সাধারণের উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনি প্রতিকারগুলো অবহিত করার জন্য এলজিইডি 'গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার ও নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করছে।

আশা করা যায় সড়ক নিরাপত্তা বিধানের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছুবার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ সকলের জন্যই এই নির্দেশিকাটি যথেষ্ট সহায়ক হবে এবং সড়কের অপব্যবহার রোধে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ শহীদুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বিষয়		পৃষ্ঠা
অধ্যায়	**১ সড়ক ঢালের (Slope) ব্যবহার ও এতদসম্পর্কিত বিধিবিধান**	
	১.১ সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর, কূপ খনন, ঘড়-বাড়ি, দোকান-পাট নির্মাণ ইত্যাদি	১
	১.২ সড়কের ঢালে সেচের নালা তৈরি	২
	১.৩ শোল্ডার কেটে বাড়ি বা দোকানের সংযোগ রাস্তা/প্রবেশপথ নির্মাণ	৩
	১.৪ সড়কের ঢাল কেটে চাষের জমি বাড়ানো	৪
	১.৫ ঢাল এবং শোল্ডার থেকে মাটি কেটে ফেলা	৫
	১.৬ শোল্ডার ও ঢালে চাষ করা এবং বেড়া দেওয়া	৬
	১.৭ ব্রিজ বা কালভার্টের মুখে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ বন্ধ করা	৭
	১.৮ ইট ও সড়ক তৈরির অন্যান্য জিনিস অপসারণ/চুরি করা	৮
অধ্যায়	**২ সড়কের শোল্ডারের ব্যবহার ও সংশিষ্ট বিধিবিধান**	
	২.১ সড়ক লেভেলের উপরে বা পাশে টিউবওয়েল স্থাপন	৯
	২.২ সড়কের ঢাল এবং শোল্ডারের ঘাস তুলে ফেলা	১০
	২.৩ সড়কে অবাধে গো-চারণ এবং গাছপালা নষ্ট করা	১১
	২.৪ সড়কের গাছ কেটে ফেলা	১২
	২.৫ সড়কের পার্শ্বে বা ঢালে দোকান/দোকানের বর্ধিত দরজা/ঝাঁপ তৈরি করা	১৩
	২.৬ শোল্ডারে কাঠের গুঁড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা	১৪
	২.৭ শোল্ডারের উপর অথবা গা-ঘেঁষে বেড়া বা দেয়াল নির্মাণ করা	১৫
অধ্যায়	**৩ পাকা সড়কের ব্যবহার ও সংশিষ্ট বিধিবিধান**	
	৩.১ সড়কের উপরিভাগ ও শোল্ডারে খড়ের পালা ও অন্যান্য কৃষিজদ্রব্য স্তূপাকারে রাখা	১৬
	৩.২ সড়কের উপরিভাগ ও শোল্ডারে ধান, গোবর, খড়, বিচালি ও অন্যান্য কৃষিজদ্রব্য শোকানো	১৭
	৩.৩ সড়কের ওপর লোহার চাকায় চালিত পাওয়ার টিলার চালানো	১৮
	৩.৪ সড়কের ওপর কাঠের চাকায় লোহার রিমযুক্ত গরু/মহিষের গাড়ি চালানো	১৯
	৩.৫ সড়কের ধার ঘেঁষে বা সড়কের লেভেলের ওপরে স্থাপনা নির্মাণ	২০
	৩.৬ বাসে অতিরিক্ত যাত্রী বহন	২১
	৩.৭ ট্রাকে অতিরিক্ত মাল ও যাত্রী বহন	২২
অধ্যায়	**৪ অন্ধবাঁকযুক্ত সড়কে যানবাহন চলাচল ও সংশিষ্ট বিধিবিধান**	
	৪.১ সড়কের পাশে অপরিকল্পিতভাবে গাছ লাগানো	২৩
	৪.২ অন্ধবাঁকের ভিতরের দিকে ঘরবাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ	২৪
	৪.৩ সড়কের ওপর হাট-বাজার বসিয়ে যানজট সৃষ্টি	২৫
পরিশিষ্ট :	**আলোচ্য আইন/বিধিবিধানের তালিকা**	২৬

অধ্যায় ১ : সড়ক ঢালের (Slope) ব্যবহার ও এতদসম্পর্কিত বিধিবিধান

১.১ সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর, কূপ খনন, ঘড়-বাড়ি, দোকান-পাট নির্মাণ ইত্যাদি

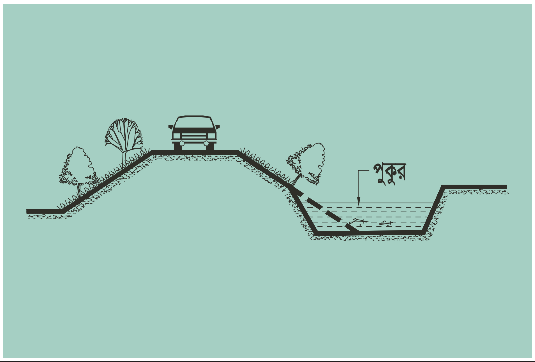	
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কের ধার ঘেঁষে পুকুর, কূপ বা মাটি ইত্যাদি খনন করলে সড়কের পার্শ্ব-ঢাল এবং আড়-ঢাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সড়কের ঢালে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট তৈরি করলে ঢাল অরক্ষিত হয়ে পড়ে এবং লোক চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। সড়কের ধার ঘেঁষে নির্মিত দোকানঘরের ঝাঁপ/দরজা সড়কের ওপর প্রসারিত করা হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
সড়ক সীমানার বাইরে ন্যূনতম দূরত্বে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম হাতে নেয়া যায়। পুকুর খননের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দূরত্ব বলতে পুকুরের গভীরতার দ্বিগুণ বোঝায়। যেমন Berm বা পার্শ্ব ঢাল ঠিক রেখে পুকুর খনন করা যাবে। অর্থাৎ পুকুরের গভীরতা h হলে Berm থেকে পুকুর পাড়ের দূরত্ব 2h হতে হবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। পরামর্শের প্রয়োজনে এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন পুকুর খনন বা পুনঃখনন করা যাবে না।

ক.২. যদি কেউ এমনভাবে পুকুর বা কূপ ইত্যাদি খনন করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধার সৃষ্টি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ এই আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণ, খনন বা পুনঃখনন বন্ধ বা ভরাট করার আদেশ দিতে পারেন।

ক.৩. যদি কেউ এই আইনের ৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

খ.১. সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) অদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমির ওপর উক্তরূপ পুকুর খনন বা পুনঃখনন করলে জেলা প্রশাসক উক্ত নালা বা পুকুর ৩০ দিনের মধ্যে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

খ.২. উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য এই আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

১.২ সড়কের ঢালে সেচের নালা তৈরি

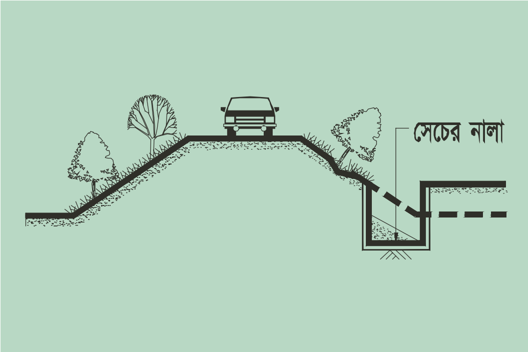	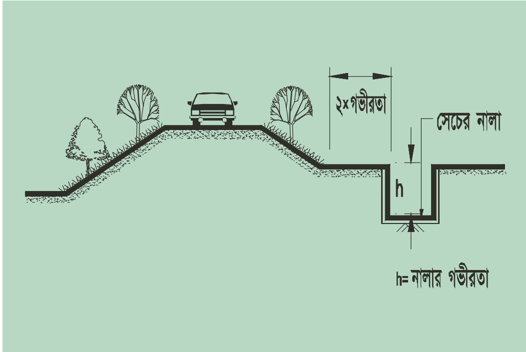
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের ঢাল বা শোল্ডারে চাষের জন্য সেচের নালা তৈরি করলে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

সড়ক ঢালের পাদদেশ থেকে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্বে অর্থাৎ নালার গভীরতার দ্বিগুণ দূরত্বের (2×h সেচনালার গভীরতা) বাইরে চাষাবাদের জন্য সেচের নালা তৈরি করতে হবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সেচের নালা তৈরি করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সেচের নালা খনন বা পুনঃখনন করা যাবে না।

ক.২. যদি কেউ এমনভাবে ড্রেন বা নালা বা প্রণালী ইত্যাদি খনন করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ এই আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণ, খনন বা পুনঃখনন বন্ধ বা ভরাট করার আদেশ দিতে পারেন।

ক.৩. যদি কেউ এই আইনের ৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

খ.১. সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) আদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমির ওপর উক্তরূপ ড্রেন বা নালা খনন বা পুনঃখনন করলে জেলা প্রশাসক উক্ত নালা বা পুকুর ৩০ দিনের মধ্যে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

খ.২. উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য এই আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

১.৩ শোল্ডার কেটে বাড়ি বা দোকানের সংযোগ রাস্তা/প্রবেশপথ নির্মাণ

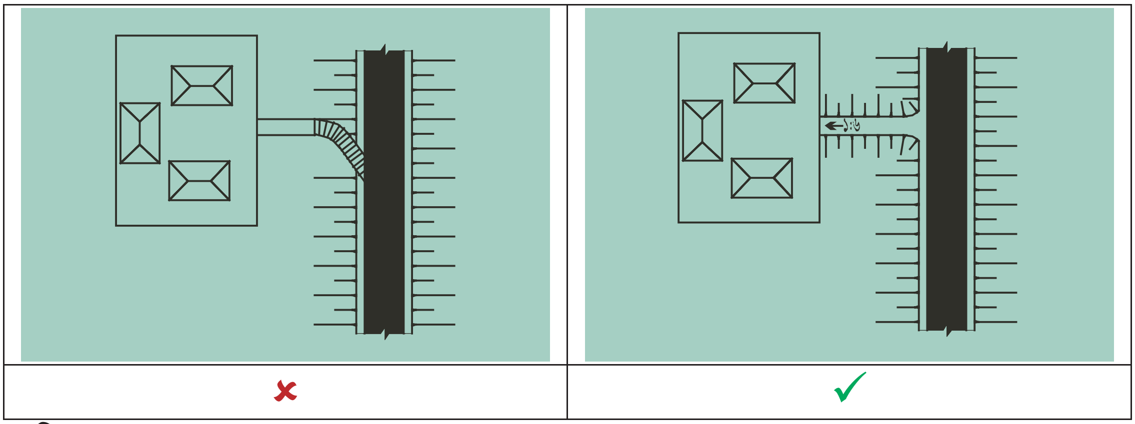

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের কিনারা থেকে শুরু করে শোল্ডারের মাটি কেটে ঘর বা দোকানের সংযোগ/প্রবেশপথ চলাচলের রাস্তা নির্মাণ করলে সড়কের পাকা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সড়কের স্থায়িত্ব কমে যায় এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

শোল্ডার না কেটে ও লেভেল ঠিক রেখে বাড়ি বা দোকানের সংযোগ রাস্তা/প্রবেশপথ ন্যূনতম ১:৬ ঢালে (লম্বালম্বি) নির্মাণ করা যাবে তবে মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে পানি প্রবাহ যাতে বিঘ্ন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্যই উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে এ ধরনের কাজ হাতে নিতে হবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সড়কের শোল্ডার কেটে বাড়ি বা দোকানের সংযোগ রাস্তা/প্রবেশপথ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা যাবে না।

ক.২. যদি কেউ এমনভাবে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ এই আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণ, খনন বা পুনঃখনন বন্ধ বা ভরাট করার আদেশ দিতে পারেন।

ক.৩. যদি কেউ এই আইনের ৩ ধারার বিধান লংঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

খ.১. সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) আদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমির ওপর উক্তরূপ অপরিকল্পিত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করলে জেলা প্রশাসক উক্ত সংযোগ সড়ক ৩০ দিনের মধ্যে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

খ.২. উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য এই আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

১.৪ সড়কের ঢাল কেটে চাষের জমি বাড়ানো

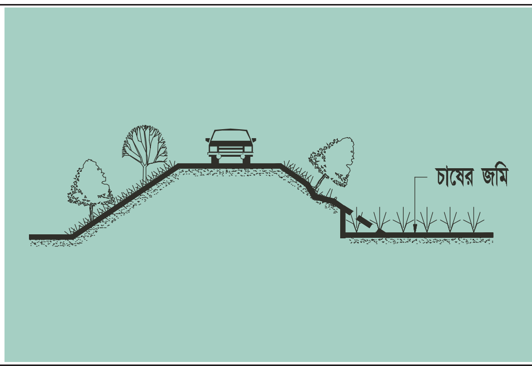

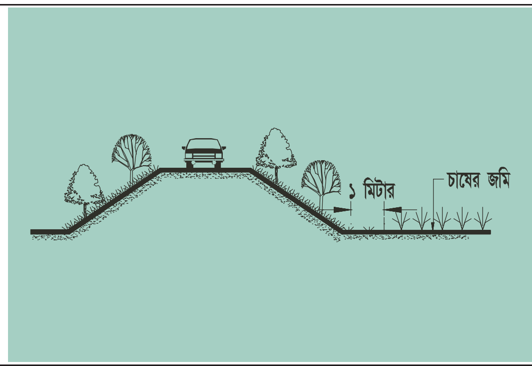

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কের শোল্ডার ও ঢাল থেকে মাটি কেটে চাষের জমি বৃদ্ধি করলে সড়কের ঢাল এবং সড়কের উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
সড়কের ঢালের পাদদেশ থেকে ন্যূনতম ১ (এক) মিটার দূরত্বে চাষের জমি প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কোন অবস্থায় সড়কের ঢাল কাটা যাবে না (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. যদি কোন ব্যক্তি সড়কের শোল্ডার বা স্লোপ কেটে চাষের জমি তৈরি করে এবং এর ফলে সড়ক এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা নিরাপদ চলাচলকে বিঘ্নিত করে, তাহলে আদালত দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারা অনুযায়ী যে কোন ধরনের কারাদণ্ড যার মেয়াদ ৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

খ.১. সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) আদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি কর্তন করে ফসলি জমিতে পরিণত করলে জেলা প্রশাসক উক্ত জমি ৩০ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও উক্ত অবৈধ দখল হস্তান্তরের আদেশ দিতে পারেন।

খ.২. উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য এই আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

১.৫ ঢাল এবং শোল্ডার থেকে মাটি কেটে ফেলা

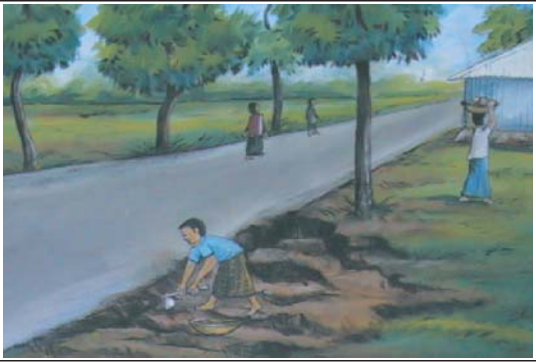	
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কের শোল্ডার এবং ঢাল থেকে মাটি নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
সড়কের শোল্ডার/ঢাল থেকে মাটি/ঘাস কাটা যাবে না।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে।

ক.১. রাস্তার শোল্ডার বা ঢাল থেকে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশে মাটি বা ঘাস কেটে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে তা দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় দণ্ডণীয় অপরাধ। এই ধারায় দোষী ব্যক্তিকে ৩ বছর পর্যন্ত যে কোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

খ.১. রাস্তার শোল্ডার বা ঢাল থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে রাস্তা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, যাতে নিরাপদ চলাচল বিঘ্নিত হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিকে আদালত দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ৫ বছর পর্যন্ত যেকোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

১.৬ শোল্ডার ও ঢালে চাষ করা এবং বেড়া দেওয়া

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের শোল্ডার এবং ঢালে চাষাবাদ/ক্ষেত করলে বর্ষায় সড়কের মাটি ধুয়ে যায় এবং রাস্তার ঢালে রেইনকাট ও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

কোনক্রমেই সড়কের সোল্ডার এবং ঢালে চাষাবাদ করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সড়কের শোল্ডার বা ঢালে চাষাবাদ করা বা বেড়া দেওয়া যাবে না।

ক.২. যদি কেউ এমনভাবে বেড়া তৈরি করেন বা শোল্ডারের ভূমি চাষাবাদ করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ এ আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণ বা ভরাট করার আদেশ দিতে পারেন।

ক.৩. যদি কেউ এ আইনের ৩ ধারার বিধান লংঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

খ.১. সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) আদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমির ওপর উক্তরূপ চাষ করেন বা বেড়া দেন তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত বেড়া ৩০ দিনের মধ্যে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

খ.২. উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য এ আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

১.৭ ব্রিজ বা কালভার্টের মুখে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ বন্ধ করা

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
ব্রিজ বা কালভার্টের মুখে পানিপ্রবাহকে বন্ধ করে ঘর বা অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বর্ষায় ব্রিজের ও সড়কের ভয়াবহ ক্ষতি হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
ব্রিজ বা কালভার্টের মুখে পানি নিষ্কাশনের খাল-নালায় কোন ধরনের স্থাপনা তৈরি অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে জনসাধারণ যে পথ বা রাস্তা বা নদী বা খাল বা স্থান ব্যবহার করে সে সব পথে, রাস্তায় বা নদীতে বা খালে যদি কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটানো হয় বা বিরক্তিকর কিছু করা হয় তবে সেটা হবে আইনের চোখে গণউপদ্রব।

ক.১. ব্রিজ বা কালভার্টের মুখে ঘর, দেয়াল বা অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী ব্যক্তিকে এ ধরনের কাঠামো অপসারণের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩৩ ধারা অনুযায়ী আদেশ দিতে পারেন।

খ.১. উক্তরূপ আদেশ অমান্যকারীকে আদালত দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী ১ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

গ.১. তাছাড়া ব্রিজ বা কালভার্টের মুখে কোনরূপ স্থাপনা নির্মাণ করে যদি পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নৌপথে চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় তাহলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

১.৮ ইট ও সড়ক তৈরির অন্যান্য জিনিস অপসারণ/চুরি করা

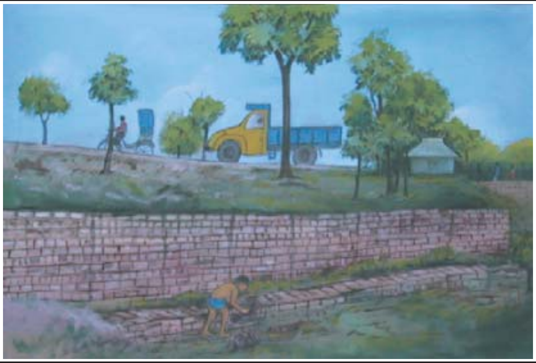	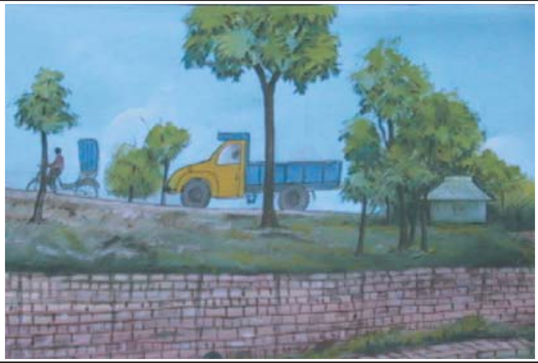
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের ইট ও গাছ জাতীয় সম্পদ চুরি হওয়ার ফলে বর্ষাকালে সড়কে গর্তের সৃষ্টি হয়, যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় ও সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ও ঝুঁকি বৃদ্ধি হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

সড়কের ইট, গাছ ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী কোনভাবেই ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না। রাস্তার ধারে সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃক্ষরোপণ করা হলে বনবিভাগ ও উপকারভোগী উভয়েই বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, গ্রামাঞ্চলে ইট ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী চুরি রোধে গ্রাম্য চৌকিদার পাহারা দেবেন এবং কোন চুরির ক্ষেত্রে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে চেয়ারম্যান, ইউ.এন.ও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের উপরিভাগ, শোল্ডার বা ঢাল থেকে ইট, মাটি, সুরকি বা অন্য কোন নির্মাণসামগ্রী চুরি করলে তা দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে অর্থদণ্ডসহ তিন বছর পর্যন্ত যেকোন ধরনের কারাদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

ক.২. সড়কের উপরিভাগ, শোল্ডার বা ঢাল থেকে ইট, মাটি, সুরকি বা অন্য কোন নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করে সড়ক/রাস্তা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, যাতে নিরাপদ চলাচল বিঘ্নিত হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিকে আদালত দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ৫ বছর পর্যন্ত যেকোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

অধ্যায় ২ : সড়কের শোল্ডারের সঠিক ব্যবহার ও সুরক্ষা

২.১ সড়কের লেভেলের উপরে বা পাশে টিউবওয়েল স্থাপন

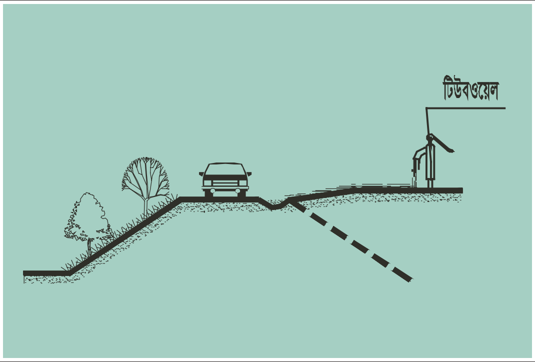

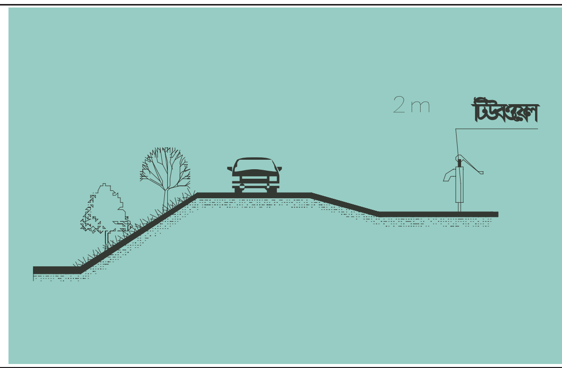

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কের লেভেলের উঁচুতে শোল্ডারের কাছাকাছি টিউবওয়েল স্থাপন করলে পানি সড়কের উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সড়কের উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা যানবাহন ও পথচারীর চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
সড়কের শোল্ডারের বাইরে ন্যূনতম ২ (দুই) মিটার দূরে টিউবওয়েল স্থাপন এবং টিউবওয়েলের পানি নিষ্কাশনের জন্য সড়কের লেভেলের নিচে পাকা ড্রেন করতে হবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. যদি কোন ব্যক্তি সড়কের পাশে এমনভাবে টিউবওয়েল স্থাপন করেন যাতে ময়লা পানি, আবর্জনা ইত্যাদি সড়কের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে এবং পথচারীর বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে তাহলে দোষী ব্যক্তিকে আদালত দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ৫ বছর পর্যন্ত যেকোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

খ.১. এরূপ গণউপদ্রব উদ্রেককারী বস্তু বা স্থাপনা অপসারণের জন্য সি.আর.পি.সি. ১৮৯৮-এর ১৩৩ ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লংঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

২.২ সড়কের ঢাল এবং শোল্ডারের ঘাস তুলে ফেলা

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের শোল্ডারে মাটিকে ধরে রাখার জন্য ঘাস লাগানো হয়। প্রায়ই দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাসগুলো শিকড়সহ তুলে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। এতে সড়কের মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালক্রমে সড়ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

স্থানীয় কমিউনিটি সড়ক ব্যবহার ও নিরাপত্তা কমিটি এবং স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের (মসজিদ, বিদ্যালয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির) মাধ্যমে এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ করতে হবে। স্থানীয় ইউ.পি. চেয়ারম্যান, গ্রাম সরকার প্রধান, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাসিক ও অন্যান্য সভায় বিষয়টি সংশিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে এল.জি.ই.ডি-এর উপজেলা প্রকৌশলী সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের শোল্ডার বা ঢাল থেকে ঘাস তুলে সড়ককে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে যাতে নিরাপদ চলাচল বিঘ্নিত হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিকে আদালত দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারা অনুযায়ী ৫ বছর পর্যন্ত যে কোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

২.৩ সড়কে অবাধে গো-চারণ এবং গাছপালা নষ্ট করা

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণের ফলে গাছ নষ্ট হয়। গাছ সড়কের মাটিকে ধরে রাখে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। গাছ না থাকলে সড়কের মাটি ও পরিবেশ বিনষ্ট হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
গরু/মহিষ সড়কের ওপর চরানো যাবে না। রাস্তার ওপর দিয়ে গরু/মহিষ চলার সময় গরুর মুখে টোনা বা খাঁচা বাঁধতে হবে। রোপিত বৃক্ষের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য বনবিভাগ কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। তাছাড়া গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন ১৮৭১, ধারা-১১ অনুযায়ী গবাদিপশুকে খোঁয়াড়ে পাঠানো যাবে। এক্ষেত্রে গবাদিপশুকে খোঁয়াড়ে দেয়া হলে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে পালনের খরচ বাবদ গরুর মালিকের নিকট থেকে নির্ধারিত রেটে জরিমানা আদায় করবেন। বন আইনেও এ বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের করার বিধান আছে।

২.৪ সড়কের গাছ কেটে ফেলা

	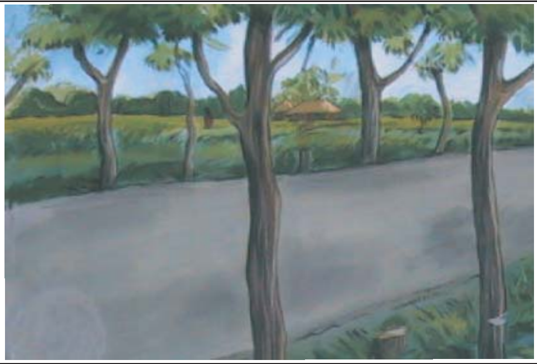
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কের পাশের গাছ যা সড়কের মাটিকে ধরে রাখে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তা কেটে ফেলা এবং চুরি করা।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি এবং সড়ক ব্যবহার ও নিরাপত্তা কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় এসব বেআইনি কাজ বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়কে সক্রিয় হতে হবে। গ্রাম্য চৌকিদার এ ধরনের কোন অপরাধ দেখলে ইউ.পি চেয়ারম্যান ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে তাৎক্ষনিক অবহিত করবেন।

সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. রাস্তার শোল্ডার এবং ঢাল থেকে গাছ চুরি করে নিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত করা যথাক্রমে দণ্ডবিধির ৪২৭ ও ৩৭৯ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ। দণ্ডবিধির ৪২৭ ধারায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত যেকোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ৩ বছর পর্যন্ত যেকোন ধরনের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

২.৫ সড়কের পার্শ্বে বা ঢালে দোকান/দোকানের বর্ধিত দরজা/ঝাঁপ তৈরি করা

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

গ্রামীণ এলাকায় যেখানে সড়ক ও হাট-বাজার নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সড়কের শোল্ডার দখল করে এবং হাট-বাজারের গলিতে এমনভাবে দোকান স্থাপন করেন যে, দোকানের ঝাঁপ সড়কের ও হাটের গলির ভেতরে চলে আসে। ফলে সড়কের/হাটের অনেক এলাকা অবৈধ দখলে চলে যায় এবং চলাচলে বিঘ্নসহ যেকোন ধরনের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

সড়কের শোল্ডার/গলির প্রান্ত থেকে ১.৫ মিটার নিরাপদ দূরত্বে দোকান স্থাপন করা যেতে পারে এবং কোন অবস্থাতেই দোকানের ঝাঁপ সড়কের/হাটের গলির উপর আসতে পারবে না। অধিকন্তু ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর সংশিষ্ট ধারায় বর্ণিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষেই দোকান নির্মাণ করা উচিত। রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক হাট-বাজারের সীমানা নির্ধারণের সময় অভ্যন্তরীন রাস্তা, চান্দিনা ভিটা ইত্যাদি সম্পর্কে স্কেচ ম্যাপে বিস্তারিত উলেখ করতে হবে। এলজিইডি-এর উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা রাজস্ব অফিস থেকে স্কেচ ম্যাপ সংগ্রহ করবেন ও কোন অনিয়মের ক্ষেত্রে ইউ.এন.ও-কে অবহিত করবেন।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের ওপর এ ধরনের দোকানের বর্ধিত অংশ/ঝাঁপ নির্মাণ করে যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর ১৫৭ ধারা অনুযায়ী সংশিষ্ট ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।

খ.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন দোকান স্থাপন করা যাবে না।

খ.২. যদি কেউ বর্ণিতভাবে ঝাঁপসহ দোকান নির্মাণ করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধার সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

খ.৩. যদি কেউ উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধান লংঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

২.৬ শোল্ডারে কাঠের গুঁড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

কাঠের গুঁড়ি সড়কের শোল্ডারের ওপর রাখলে সব ধরনের সড়ক ব্যবহাকারীর চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

কোন অবস্থাতেই সড়কের শোল্ডার/ঢাল ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা এবং যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের ওপর এ ধরনের গাছের গুঁড়ি বা অন্য কোন জিনিস রেখে যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর ১৫৭ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং এই ধারার বিধান অনুযায়ী রক্ষিত গাছের গুঁড়ি বা অন্যান্য জিনিসপত্র সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

খ.১. সড়কের ওপর গাছের গুঁড়ি বা অন্য কোন বস্তু রেখে সড়কে নিরাপদ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।

২.৭ শোল্ডারের উপর অথবা গা-ঘেঁষে বেড়া বা দেয়াল নির্মাণ করা

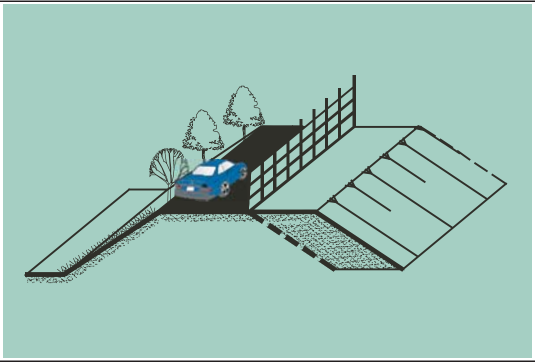	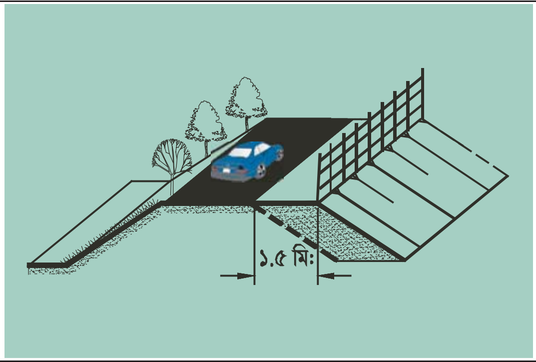
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

শোল্ডারের উপর অথবা গা-ঘেঁষে বেড়া বা দেয়াল নির্মাণ করলে রাস্তার উপরিভাগের প্রশস্ততা কমে যায় ও অন্ধবাঁকের সৃষ্টি হয়। ফলে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল বিঘ্নিত হয় এবং সড়ক দুর্ঘটনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

সড়কের ধারে বেড়া বা দেয়াল নির্মাণ করলে তা শোল্ডার থেকে কমপক্ষে ১.৫ মিটার দুরে করতে হবে, তবে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করা যাবে না।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যাতিত কোন দেয়াল বা বেড়া নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা যাবে না। রাস্তার শোল্ডারের প্রান্ত থেকে ১.৫ মিটার অথবা রাস্তার মধ্যরেখা থেকে ৪.৫ মিটার খালি রেখে বেড়া/দেয়াল নির্মাণ করতে হবে।

ক.২. যদি কেউ এমনভাবে দেয়াল বা বেড়া নির্মাণ করেন যার ফলে ভূমির বা সড়কের বা পথের ব্যবহার বা ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ এই আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণ করার আদেশ দিতে পারেন।

ক.৩. যদি কেউ এই আইনের ৩ ধারার বিধান লংঘন করেন বা ৩খ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন।

খ.১. সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) আদেশ ১৯৭০-এর ধারা-৫ অনুযায়ী অবৈধভাবে দখলকৃত সড়ক/ভূমির ওপর উক্তরূপ দেয়াল বা বেড়া নির্মাণ করলে জেলা প্রশাসক উক্ত দেয়াল বা বেড়া ৩০ দিনের মধ্যে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ৭ দিনের মধ্যেও অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

খ.২. উক্তরূপ অবৈধ দখলের জন্য এই আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

গ.১. সড়কের উপর বা সড়কের শোল্ডারে উলিখিত কোন বেড়া বা দেয়াল নির্মাণ করে নিরাপদ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

অধ্যায় ৩ : পাকা সড়কের সঠিক ব্যবহার ও সুরক্ষা

৩.১ সড়কের উপরিভাগ ও শোল্ডারে খড়ের পালা ও অন্যান্য কৃষি দ্রব্য স্তূপাকারে রাখা

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
সড়কের উপর, শোল্ডার ও ঢালে খড়, বিচালি স্তুপ করার ফলে সড়কে ইঁদুর গর্ত সৃষ্টি করে। বর্ষায় ইঁদুরের গর্তের ভিতর দিয়ে পানি প্রবাহের ফলে সড়কের ভয়াবহ ক্ষতি হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
সড়কের সীমানার মধ্যে কোন ধরনের কৃষি দ্রব্যাদি শুকানো বা স্তুপ করা যাবে না। এ বিষয়ে সড়কের সীমানা অবহিতকরণ করে আইন প্রয়োগ করার আগে জনসাধারণকে সচেতন এবং সতর্ক করতে হবে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. মোটরযান অ্যাক্ট ১৯৮৩-এর ১৫৭ ধারা অনুযায়ী এ ধরনের অপরাধের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। একই সাথে রক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

খ.১. গণউপদ্রব তৈরি হতে পারে এ ধরনের অপরাধের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী ব্যক্তিকে এ ধরনের বস্তু সড়ক থেকে অপসারণের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ১৩৩ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লজ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

গ.১. সড়কের সীমানার মধ্যে উলিখিত খড়, বিচালি ইত্যাদি স্তুপ করে রেখে নিরাপদ সড়ক চলাচলে বিঘ্ন ঘটালে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারা অনুযায়ী ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৩.২ সড়কের উপরিভাগ ও শোল্ডারে ধান, গোবর, খড়, বিচালি ও অন্যান্য কৃষি দ্রব্য শুকানো

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কে এ ধরনের দ্রব্যাদি শুকানোর স্থানে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাস্তায় বিছানো খড়ের নিচে ঢাকা পড়া গর্তসমূহ (Pot holes) যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন চালকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকায় এবং পিচ্ছিলতার কারণে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্বভাবতঃই দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারেন।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

সড়কের ওপর কোন ধরনের কৃষি বা অন্যান্য দ্রব্য যেমন পাট, গোবর, ধান, খড়, বিচালি বা কোন দ্রবণীয় জিনিস শুকানো যাবে না। জনসাধারণকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের উপর বা সড়কের শোল্ডারে উলিখিত ধান, গোবর, খড়, বিচালি ইত্যাদি বস্তু রেখে নিরাপদ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

খ.১. এরূপ গণউপদ্রব উদ্রেককারী বস্তু বা স্থাপনা অপসারণের জন্য সি.আর.পি.সি. ১৮৯৮-এর ১৩৩ ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লংঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

গ.১. মোটরযান অ্যাক্ট ১৯৮৩-এর ১৫৭ ধারা অনুযায়ী যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে এমন বস্তু সড়কের উপরে রাখা বা স্থাপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধারায় উলিখিত অপরাধের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড করা যাবে। একই সাথে রক্ষিত বস্তুসামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৩.৩ সড়কের উপর লোহার চাকায় চালিত পাওয়ার টিলার চালানো

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
পাওয়ার টিলার সড়কে চলার সময় লোহার চাকার কারণে সড়কের উপরিভাগে গর্তের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে সড়ক যানবাহন চলাচলে অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
সড়কে চলাচলকারী পাওয়ার টিলারে রাবারের চাকা ব্যবহার করতে হবে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. The Vehicles Act 1927 (Bengal Act 1 of 1927) এর ৬ ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত অপরাধের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা যাবে।

খ.১. সরকারি রাস্তা ক্ষতিসাধন করার দায়ে দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারায় দোষী ব্যক্তিকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৩.৪ সড়কের ওপর কাঠের চাকায় লোহার রিমযুক্ত গরু/মহিষের গাড়ি চালানো

	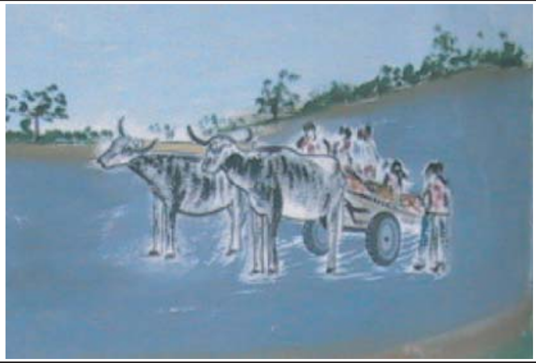
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
কাঠের চাকার লোহার রিমযুক্ত গাড়ি দ্বারা কাঁচা ও পাকা উভয়বিধ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
লোহার রিমের পরিবর্তে রাবারের চাকা ব্যবহার করা উচিত। রাবারের চাকার গরু/মহিষের গাড়ি কম সময়ে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং গাড়ি টানায় শক্তি অপেক্ষাকৃত কম লাগায় বেশি মালামাল বহন করা যায়। এর ফলে সড়কের স্থায়িত্ব বাড়ে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. The Vehicles Act 1927 (Bengale Act 1 of 1927) এর ৬ ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত অপরাধের জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাবে।

খ.১. সরকারি রাস্তা ক্ষতিসাধন করার দায়ে দণ্ডবিধির ৪৩১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৩.৫ সড়কের ধার ঘেঁষে বা সড়কের লেভেলের ওপরে স্থাপনা নির্মাণ

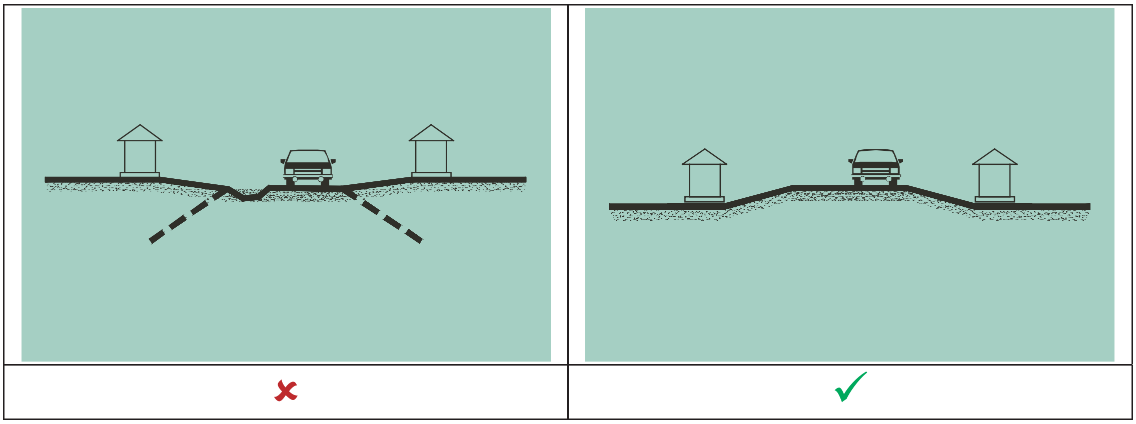

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের ধার ঘেঁষে বা সড়কের উপরে স্থাপনা নির্মাণ করলে বৃষ্টির পানি বা ঘর-বাড়ির নিষ্কাশিত পানি সড়কে জমা হয়ে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও সড়ক ব্যবহারকারীদের চলাচল ব্যাহত হয় এবং সড়ক দুর্ঘটনার আশংকা বৃদ্ধি পায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

ঘর, দোকানঘর, দেয়াল বা সীমানা-বেড়া নির্মাণ করলে সড়কের শোল্ডার থেকে কমপক্ষে ১.৫ মিটার দূরে এবং সড়ক লেভেল থেকে ০.৭৫ মিটার নিচুতে নিজ খরচে পাকা ড্রেন নির্মাণ করতে হবে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের ধার ঘেঁষে বা সড়কের লেভেলের ওপরে স্থাপনা নির্মাণ করে নিরাপদ সড়ক চলাচলে বিঘ্ন ঘটালে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

খ.১. এরূপ গণউপদ্রব উদ্রেককারী বস্তু বা স্থাপনা অপসারণের জন্য সি.আর.পি.সি. ১৮৯৮-এর ১৩৩ ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লংঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

গ.১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২-এর ৩ ধারা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন ঘর বা দোকান নির্মাণ করা যাবে না।

গ.২. যদি কেউ বর্ণিত ঘর বা দোকান এমনভাবে নির্মাণ করেন যাতে ভূমির বা সড়কের বা পথের ভোগদখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসংগত অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ উক্ত আইনের ৩খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তা অপসারণের আদেশ দিতে পারেন।

গ.৩. যদি কেউ উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধান লংঘন করেন বা ৩খ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী আদালত দোষী ব্যক্তিকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন।

৩.৬ বাসে অতিরিক্ত যাত্রী বহন

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

বাসের ছাদে অতিরিক্ত যাত্রী বহন বিপজ্জনক। যেকোন বাঁকে ব্রেক করার সময় যাত্রীসহ গাড়ি ঘুরে অথবা উল্টে যেতে পারে এ ছাড়া গাড়ি চলাকালীন হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ছিট্‌কে নিচে পড়ে যেতে পারেন, যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সরকার প্রতি বছর সড়ক নির্মাণ ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। সুতরাং সড়কে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বোঝাই যানবাহন চলাচলের কারণে কোন কোন সড়ক তার পরিকল্পিত ব্যবহার সময়ের প্রায় অর্ধেক পার না হতেই ধ্বংস হয়ে যায়। একই সঙ্গে ব্যয়বহুল ব্রিজ, কালভার্টসমূহের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কমে যায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

যানবাহনে অতিরিক্ত মালামাল বোঝাইয়ের কারণে সড়ক ও সড়ক কাঠামো দ্রুত ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা প্রতিটি সচেতন নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। বিশেষভাবে যানবাহনের মালিক, চালক ও যানবাহন ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী এবং যাত্রীদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। মাঝে মধ্যে প্রশাসন কর্তৃক মোবাইল কোর্ট-এর মাধ্যমে ওভারলোডিং বন্ধ চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি জনসাধারণকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করতে হবে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. বাসে অতিরিক্ত যাত্রীবহন সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩, ধারা-৯৭ (১) অনুযায়ী এটি একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

৯৭ (১) পাবলিক সার্ভিস মোটরযান আরোহণে বিধি-নিষেধ :

ক.১. যাত্রী সংখ্যার অনুমতিপত্রে উলেখিত অতিরিক্ত কোন ব্যক্তি পাবলিক সার্ভিস মোটরযানে কিংবা এটি চলন্ত অবস্থায়, কিংবা গাড়ির বাম্পারে অথবা ছাদে কিংবা গাড়ির ভেতরে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আরোহণ করতে পারবে না।

ক.২. এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাব-ইন্সপেক্টরের নিচে নয় এমন পদের পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা মোটরগাড়ি পরিদর্শক অনুরূপ যাত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে পারেন এবং অনুরূপ কোন যাত্রী ভাড়া দিয়ে থাকলে তিনি তা ফেরৎ পাবার যোগ্য হবেন।

খ.১. কোন ব্যক্তি এই আইনের ৮৬ ধারার বিধান বা এতে বর্ণিত কিংবা ৮৬ অথবা ৮৮ ধারার অধীনে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বা বিধি-নিষেধ লংঘন করে গাড়ি চালালে বা চালানোর অনুমতি দিলে এইরূপ অপরাধ প্রথমবার সংঘটনের জন্য এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং পরবর্তী সময়ে অনুরূপ অপরাধের পূণরাবৃত্তির জন্য ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দন্ডিত হবেন।

৩.৭ ট্রাকে অতিরিক্ত মাল ও যাত্রী বহন

✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

ট্রাকে অতিরিক্ত মাল বোঝাই এবং মালের ওপর যাত্রী কখনই বহন করা যাবে না, কেননা কোন বাঁকে ব্রেক করা হলে যাত্রীসহ ট্রাক উল্টে যেতে পারে এবং যাত্রীরা মাল ও ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা যেতে পারেন। এ ছাড়াও ট্রাক চলাকালে হঠাৎ ব্রেক করা হলে যাত্রীরা ছিটকে বাইরে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। অতিরিক্ত মাল বোঝাই যানবাহন চলাচলের কারণে কোন কোন সড়ক তার পরিকল্পিত ব্যবহারকালের প্রায় অর্ধেক পার না হতেই ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে, সড়কের পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও অতিমাত্রায় বেড়ে যায়।

যানবাহনে অতিরিক্ত মাল বহনের কারণে সড়ক ও সড়ক কাঠামোর ক্ষতি ছাড়াও নিচের অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হতে পারে

* অতিরিক্ত কাঁচা ফলমূল ইত্যাদি ট্রাকে বোঝাই করার ফলে উপরের মালের চাপে নিচে রাখা ফলমূল বিনষ্ট হয়। ফলাফল হিসাবে ভোক্তারা নিম্নমানের ফলমূল কিনতে বাধ্য হয়।
* অতিরিক্ত মাল বোঝাই করা ট্রাকের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ বেড়ে যায়।
* সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

যানবাহনে অতিরিক্ত মালামাল বোঝাইয়ের কারণে সড়ক ও সড়ক কাঠামো দ্রুত ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। বিশেষভাবে যানবাহনের মালিক, চালক ও যানবাহন ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী এবং যাত্রীদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। মাঝে মধ্যে প্রশাসন কর্তৃক মোবাইল কোর্ট-এর মাধ্যমে ওভারলোডিং বন্ধের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ট্রাকে অতিরিক্ত মাল বহন সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ট্রাকে যাত্রী বহন করা এবং অতিরিক্ত মাল বোঝাই করে ট্রাক চালানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩, ধারা ১৫৪ এ বর্ণিত আছে যে কোন ব্যক্তি ৮৬ ধারার বিধান কিংবা এতে বর্ণিত শর্তাদি কিংবা ৮৬ অথবা ৮৮ ধারার অধীনে আরোপিত কোন নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ লংঘন করে গাড়ি চালালে বা চালানোর অনুমতি দিলে, এ ধরনের অপরাধ প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং পরবর্তী সময়ে অনুরূপ অপরাধের পূণরাবৃত্তির জন্য ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

অধ্যায় ৪ : অন্ধবাঁকযুক্ত সড়ক এবং অবাধে যানবাহন চলাচল

৪.১ সড়কের পাশে অপরিকল্পিতভাবে গাছ লাগানো

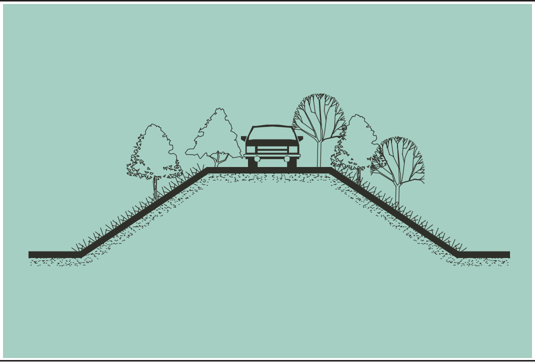	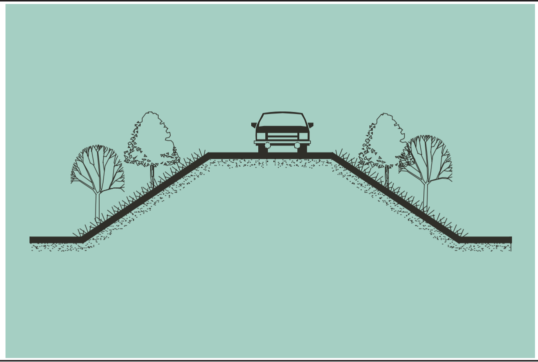
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

অপরিকল্পিতভাবে সড়কে গাছ লাগালে সড়ক ব্যবহারকারী ও যানবাহন চলাচল হুমকির মুখে পড়ে। সড়কের বাঁকে গাছ, ঝোঁপ-ঝাড় থাকলে বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহন দেখা যায় না ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সড়কে বনায়ন অতীব প্রয়োজনীয়। সারিবদ্ধ গাছ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সড়ক বাঁধের মাটি ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। গাছ লাগানো প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় থাকা খুবই প্রয়োজন। যানবাহন বা জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অপরিকল্পিতভাবে লাগানো গাছ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে অপসারণ করতে পারেন। কোন অবস্থাতেই সড়কের শোল্ডারে গাছ লাগানো যাবে না।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. সড়কের শোল্ডারে বা সড়কের সীমানার মধ্যে অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করে নিরাপদ যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটালে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

খ.১. এরূপ গণউপদ্রব উদ্রেককারী ব্যক্তি বা স্থাপনা অপসারণের জন্য সি.আর.পি.সি. ১৮৯৮ এর ১৩৩ ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লংঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৪.২ অন্ধবাঁকের ভেতরের দিকে ঘরবাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ

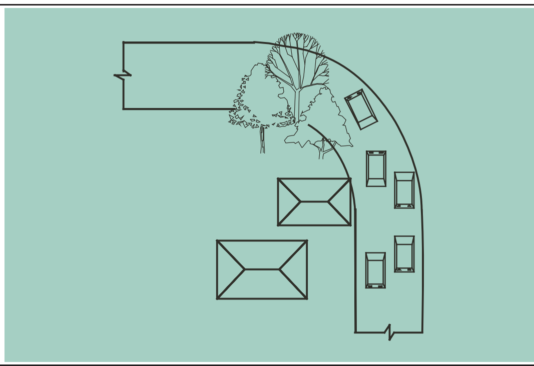	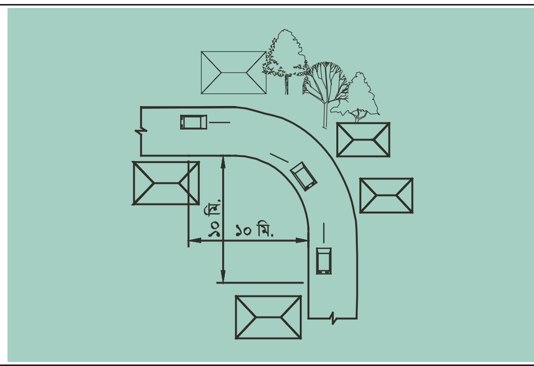
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :

সড়কের বাঁকে ঘরবাড়ি ও দোকানপাট নির্মাণ, দেয়াল বা বেড়া দেয়া ও গাছ লাগানো হলে অন্ধবাঁকের সৃষ্টি হয়, যার ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :

সড়কের বাঁকের ভিতরের অংশের উভয় পার্শ্বে ১০ মিটার পর্যন্ত কোন ধরনের গাছ, বাঁশ, বনঘাস লাগানো এবং ঘরবাড়ি, দোকানপাট, বেড়া/দেয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা যাবে না।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :

ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. যদি কোন ব্যক্তি সড়কের পাশে এমনভাবে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেন যাতে পথচারী ও যানবাহনের নিরাপদ চলাচল বিঘ্নিত হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে ।

খ.১. এরূপ গণউপদ্রব উদ্রেককারী বস্তু বা স্থাপনা অপসারণের জন্য সি.আর.পি.সি. ১৮৯৮-এর ১৩৩ ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লংঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৪.৩ সড়কের ওপর হাট-বাজার বসিয়ে যানজট সৃষ্টি

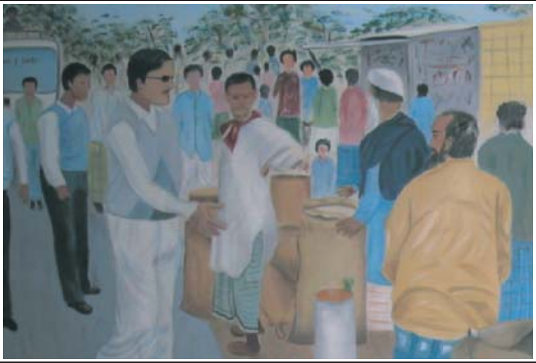	
✗	✓

ক্ষতিকারক ব্যবহার :
অপরিকল্পিতভাবে সড়কের ওপর হাট-বাজার বসার কারণে অসহনীয় যানজট সৃষ্টি হয়। সড়কের ওপর হাট-বাজার বসানো একটি অবৈধ কাজ। যানজটের কারণে মানুষের শ্রম ও সময়ের অপচয় হয় এবং অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটে।

বিধিসম্মত ব্যবহার :
হাটের জন্য চিহ্নিত এলাকায় নির্দিষ্ট স্থানে বেচাকেনা ও সঠিক পার্কিং ব্যবস্থা যানজট কমায়। তবে হাট সংযোগকারী সড়কসমূহে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। হাটে বিশৃঙ্খলভাবে দোকান-পাট বসানো হলে ভিড় উপচিয়ে লোকজন হাট সংলগ্ন সড়কের ধারে কেনাবেচা করে যা যানজট আরো তীব্রতর করে।

সংশিষ্ট আইন/বিধিবিধান :
ক্ষতিকারক ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আইনি প্রতিকার ও শাস্তির বিধান রয়েছে-

ক.১. হাট এলাকা (পেরিফেরি) বহির্ভূত সড়কের ওপর খোলা-বাজার বা দোকান বসিয়ে যানজট বা সাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলে পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১-এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা অর্থদণ্ড বা অনধিক ৮ (আট) দিনের সশ্রম কারাদণ্ড বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে (পৌর এলাকার হাট-বাজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

খ.১. এরূপ গণউপদ্রব উদ্রেককারী ব্যক্তি বা স্থাপনা অপসারণের জন্য সি.আর.পি.সি. ১৮৯৮-এর ১৩৩ ধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিতে পারেন। এ আদেশ লংঘনকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

গ.১. মোটরযান অ্যাক্ট ১৯৮৩-এর ১৫৭ ধারা অনুযায়ী যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে এমন বস্তু বা দোকান সড়কের ওপরে রাখা বা স্থাপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধারায় উলিখিত অপরাধের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড করা যাবে এবং রক্ষিত বস্তুসামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

ঘ.১. হাট-বাজার সংলগ্ন রাস্তা বা সড়কের ওপর দোকান বসিয়ে যানবাহন ও পথচারীর নিরাপদ চলাচল বিঘ্নিত করলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারা অনুযায়ী ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

পরিশিষ্ট : আলোচ্য আইন ও বিধিবিধানের তালিকা-

১। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি-**১৮৬০**

২। পুলিশ অ্যাক্ট-**১৮৬১**

৩। গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন-**১৮৭১**

৪। ফৌজদারী কার্যবিধি-**১৮৯৮**

৫। ভেহিক্যাল অ্যাক্ট-**১৯২৭**

৬। ইমারত নির্মাণ আইন-**১৯৫২**

৭। সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভূমি ও ইমারত (দখল পুনরুদ্ধার) আইন-**১৯৭০**

৮। মোটরযান অধ্যাদেশ-**১৯৮৩**

LGED
Rural Infrastructure Improvement Project
RIIP/RDP-25

COOPERATION
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

gtz
Institutional Support & Training (IST)
RIIP/RDP-25